ছহি ফকির বিলাশ

অর্থাৎ

মারফতি ভেদ

মুন্সী মোহাম্মদ আশ্রফউদ্দিন

সম্পাদক

মোস্তাক আহমাদ দীন

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১০

ছহি ফকির বিলাশ অর্থাৎ মারফতি ভেদ। মুন্সী মোহাম্মদ আশ্রফউদ্দিন

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক শুদ্ধস্বর। ৯১ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ তৌহিন হাসান

মূল্য ৭৫ টাকা

ISBN 978-984-8837-52-8

Chhahi Fakir Bilash Orthath Marfoti Bhed by Munshi Mohammad Ashrafuddin
A publication of Shuddhashar

First edition February 2010

Price ৳ 75 $ 2 £ 2

সম্পাদকের উৎসর্গ

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

মকদ্দস আলম উদাসী

সম্পাদকের ভূমিকা

ফকিরি গানের প্রতি কৌতূহল তৈরি হওয়ার পর থেকেই *ফকির বিলাশ*-এর কথা শুনতাম; শোনা মানে, প্রায় জনই এর সবিশেষ গুরুত্ব নিরূপণ করার পর পরই বলতেন—এটি একসময় তাঁর সংগ্রহে ছিল, এখন নেই, অন্য কেউ নিয়ে গেছেন, আর ফিরিয়ে দেননি ইত্যাদি—এই প্রকার মন্তব্য শুনে, প্রায় দেড় যুগ পর্যন্ত আমার কল্পনায় এই পুস্তিকাটি একটি রহস্যমোড়া গ্রন্থের রূপ পেয়ে যায়, আর তা ভাঙল এই সেদিন—ফুটপাতের একটি দোকানে সেটি পেয়ে-যাওয়ার পর।

বইটি পেয়ে আমার মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় : ভাবি, যেহেতু এটি মুদ্রিত হয়ে বটতলার বই-বিপণনের মতোই একটি বিশেষ রাস্তায়—ফুটপাতে-ফুটপাতে—অন্দরে-অন্দরে—ঘুরে চলেছে এতদিন, সেহেতু এটিকে তুলে এনে, সদরমহলের গ্রাহকদের মধ্যে ছড়িয়ে-দেওয়া উচিৎ। কেন উচিৎ—বিশেষ করে এই যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে—তার কিছু প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কারণ এই ভূমিকায় বিস্তারিত হতে পারে।

২.

অনেকদিন আগে সৈয়দ শাহনূর তাঁর বিখ্যাত পুঁথি *নূর নছিয়ত*-এ লিখেছিলেন—

> পয়ার রাখিয়া যে ভাব নিতে চাইব
> নিশ্চয় জানিও তার রুহু ছিয়া অইব

শাহনূরের ভক্তবৃন্দ সতর্কতাব্যঞ্জক এই পঙ্‌ক্তিগুলোর দার্শনিক দিকটি উপেক্ষা করে অক্ষরার্থ গ্রহণ করায়, তাঁর অসাধারণ পুঁথিটি ছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদও দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুদ্রিত হতে পারেনি। কেউ কেউ ওই দুই পঙ্‌ক্তির মর্মার্থ অনুধাবন করলেও, পুরোপুরি নির্দ্বিধ ছিলেন এমন মনে হয় না, আর এ-কারণেই একটা-দুইটা-পাঁচটা-দশটা, একসময় তার পরিমাণ চল্লিশ-ষাট-এ পৌঁছে গানগুলো একত্র হয়ে ছাপা হয় ঠিকই, কিন্তু সমগ্র পুঁথিটি শেষপর্যন্ত অমুদ্রিতই রয়ে যায়। এর কারণটা কী? উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তি দুটোর মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার ঘটবে—এই অনুমান করে বলা যায়, তা একটা কারণ হতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথা কী করে ভুলে-যাওয়া চলে যে—এর পেছনে কাজ

করেছে ফকিরদের চিরাগত সেই আড়ালপ্রয়াসী প্রবণতা। অনেক ফকিরই মনে করেন, তত্ত্বনিহিত যে-তাৎপর্য, তা বোঝার জন্যে বিশেষ দীক্ষা ও বহুবিধ স্তর-অতিক্রমণ দরকার, না-হলে প্রকৃত/পরম বিন্দুতে পৌঁছা তো দূরের কথা, বরং এর মাধ্যমে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি; তাই গানগুলো প্রচার ও প্রকাশ হলো কি না, বা প্রকাশিত হলে, অন্তরে লালন করেন না এমন কারও কাজে লাগল কি না— সেই সব বিষয়ে তারা অল্পই ভাবেন। এমনকি তারা তাদের গানে যে-রূপক-প্রতীক-অনুষঙ্গ-এর ব্যবহার করেন, সেটি তাঁদের বিষয়ের সঙ্গে কতটা যথার্থ হয়ে উঠতে পারল, তা নিয়েও খুব-একটা চিন্তা করেন বলে মনে হয় না; কারণ অনেকসময়ই একই গানে প্রতীক-অনুষঙ্গের ব্যবহারে স্ববিরোধ লক্ষ করা যায়। এ-ক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্যটা পারম্পর্য রক্ষার দিকে থাকে না, থাকে অন্তর্গত উদ্দেশ্যের দিকে। কথাটির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে এই ধারার আরেক বড় মহাজন মজির উদ্দিনের একটি গানে—

রাধা কানু মুখে বলে মনে অন্য ভাব
এই কথাটি বুঝতে পারলে গানে হয় লাভ

এখানে সৈয়দ শাহনূর ও মজির উদ্দিনের প্রসঙ্গোল্লেখ কারও কাছে ধান ভানতে শিবের গীত মনে হওয়ার কারণ নেই, কেননা, এই দুইজন হলেন এই অঞ্চলের তত্ত্বধারার বড় ফকির, তাঁদের গানে পাওয়া যায় এই ধারার নানা অনুষঙ্গ, ফকিরিপন্থার অলিগলির খোঁজখবর, যা আমরা পাব এই *ফকির বিলাশ*-এর মধ্যেও। *ফকির বিলাশ* সমাজের সকল স্তরে আজও কেন প্রচারিত হতে পারল না, এই জিজ্ঞাসা এলে, সৈয়দ শাহনূর, তাঁর গান, তাঁর সতর্কতা— সবকিছুই মনে আসে, এবং এও মনে আসে যে, শাহনূর যে-কারণে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ঠিক একই কারণেই কি *ফকির বিলাশ*-এর সর্বমুখী প্রচার ব্যাহত হলো? অথচ এর প্রচার ঘটলে, এই পন্থা-বিষয়ে যেমন জানা যেত, তেমনই সেইধারার গানের ভেতরে প্রবেশ-করাটাও হয়ে উঠত আরও সহজতর। এতে লাভ হতো একটাই : যারা গান না-বুঝে, বা অর্ধেক বুঝে রহস্যগত কারণে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, তাদের ঘোরটা কাটত, আর যারা বুঝে শ্রদ্ধা দেখাতেন, তা নিশ্চয়ই হতো তার বিষয় ও বস্তুগত কারণে— এতে উপকারটা হতো আমাদের সকলেরই।

শাহনূরের তত্ত্ব-পুঁথি *নূর নছিয়ত* বা মুন্সী মোহাম্মদ আশ্রফউদ্দিনের *ফকির বিলাশ*-এর সর্বমুখী প্রচার ঘটেনি বলে কি ফকিরি তত্ত্বের প্রচার থেমে গেছে? হয়ত সরাসরি কোনও প্রচার হয়নি, কিন্তু পরোক্ষত এর একটা বিশেষ বিকাশধারা চলে আসছে অনেকদিন ধরে। *ফকির বিলাশ*-এর ভিতরে প্রবেশের আগে, বাউল গানের বিষয়-অনুষঙ্গ ও তার নানা চাবিশব্দের উৎস-অনুসন্ধানের জন্যে, সংক্ষিপ্ত উল্লিখন এখানে জরুরি।

৩.

বাউলকবি জালাল উদ্দীন খাঁ তাঁর *বিশ্বরহস্য* গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন—

অত্র পুস্তকে লিখিত যে সমস্ত তত্ত্ব বা তথ্য সম্বন্ধে বর্তমান ওলামা সম্প্রদায়ের মতবিরোধ তাহাদিগকে হজরত শিবলি নুমানীর *আল কালাম* ও *ইলমুল কালাম*, শাব্বির আহমদ উছমানীর *আকলে নকল*, ইমাম গাজ্জালীর *এহিয়াউল উলুম*, *কিমিয়া সাহাদত* ও *এলমুল আখলাক*, শাহ ওলিউল্লার হুজ্জাতুলায়েল বালেগা এবং দুরুছু ত্বয়ারিখ নামক মিশরী কিতাব ও আবুল মনসুর মাতারিদী, শেখ আহাম্মদ ছারবিন্দ, ইবনে খলদুন, উমর খাইয়ম প্রমুখ মনীষীগণের লিখিত গ্রন্থাদিও মর্ম অনুধাবন করিতে অনুরোধ রহিল।

আন্দাজ করা যায়, জালাল উদ্দীন খাঁ এঁদের চিন্তার পৌর্বাপর্য রক্ষা করেই তাঁর বইটি লিখেছেন, এবং তাঁর বইয়ে এইসব বই ও ব্যক্তির উল্লেখের উদ্দিষ্ট হলেন সেই আলেম সম্প্রদায় যারা শরিয়ত-ভঙ্গের ওজুহাত তুলে প্রায়শ এঁদেরকেই উদ্ধৃত করেন আর বাউল-ফকিরদের ধ্বংস করার জন্যে আমজনতাকে উসকে দেন। এখানে এই বিষয়টিকে বিস্তারিত করার সুযোগ নেই, তারপরও এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ এইজন্যেই যে, তাঁর মন্তব্যের মাধ্যমে ফকিরি তত্ত্ব প্রচারের পরোক্ষ পরিচয়/উৎস-নির্দেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর পরবর্তীকালে এই ধারার সরাসরি প্রচারে জালাল উদ্দীন খাঁর *বিশ্বরহস্য* বইটি যে কী ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে, তা এই বিষয়ে আগ্রহীমাত্রই জানেন।

জালাল উদ্দীন খাঁ তাঁর মুখবন্ধে উল্লেখ না-করলেও, ফকিরি তত্ত্ব প্রচারে জালাল উদ্দিন রুমির *মসনবি*-র ভূমিকার কথা সবিশেষ উল্লেখের দাবিদার; এই ধারার গানে বাঁশির উল্লেখ শুধু *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর কানু আর বৈষ্ণব পদাবলী-র বাঁশির প্রভাবেই আসেনি, *মসনবি*-বর্ণিত বাঁশির ভাবটাও এখানে প্রবল। এ-পর্যায়ে এই অনুমানেরও সুযোগ আছে যে, বাংলায় সুফি ও ফকিররা তাঁদের গানে বাঁশিকেন্দ্রিক নানা অনুষঙ্গ ব্যবহারের বেলায় এতটা সংস্কারমুক্ত ও উদার হওয়ার পেছনে রুমির অবদান অনেক; কারণ রুমি ছিলেন তাঁর সময়ের বিখ্যাত আলেম, তাঁর *মসনবি* কে *কুরান শরিফ*-এর অনুকরণে *মসনবি শরিফ* বলে অভিষিক্ত করা হতো। পারস্যের অতিবিখ্যাত সাধক কবি মোল্লা নূরুদ-দীন আবদুর রহমান জামী বলেছেন—

মসনবীয়ে মৌলবীয়ে মানবী
হস্ত কুরআঁ দর জবানে পাহলবী

অর্থাৎ মৌলবীর তত্ত্বপূর্ণ এই মসনবি পাহলবি ভাষার কুরানস্বরূপ। মনিরউদ্দীন ইউসুফ *রুমির মসনবী* বইয়ে জানিয়েছেন, মসনবি হলো কুরানেরই ব্যাখ্যা—

এখানে রূপক ও উপমার সাহায্যে, গল্প ও সংগীতের ভাষায় কুরানের মর্মকথাই মানবাত্মাকে স্পর্শ করার জন্যে ব্যাকুল। এই *মসনবি*-র প্রচারে সর্বতোসচেষ্ট ছিলেন তুর্কিরা, যখন তারা বাংলাদেশ জয় করে এখানে পারস্য-ভাবপুষ্ট সংস্কৃতির প্রবর্তন চেয়েছিলেন; তাই এখানকার অধিবাসীরা তুর্কি শাসন-বিষয়ে নানা তর্কে লিপ্ত হলেও, তারা মসনবি ও এই ধারার প্রেমধর্ম-প্রকাশক যা-কিছু নিয়ে এসেছিল, তা গ্রহণে মোটামুটি নির্দ্বিধই ছিল। তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই জয়ানন্দের *চৈতন্য-মঙ্গল* গ্রন্থে—

> মসনবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে
> মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে

চৈতন্য-মঙ্গল-এ জগাই-মাধাইয়ের মসনবি-পাঠ-এর বিষয়টিকে অন্য অর্থে দেখানো হয়েছে ঠিক, কিন্তু মসনবি-পাঠে-অভ্যস্ত জগাই-মাধাইয়ের মতো লোকায়ত চরিত্রের মুখে যখন এরপর হরিনাম ওঠে, তখন এর মধ্য দিয়ে আচারনিরপেক্ষ দুটি প্রেমভাবের সন্মিলনও ঘটে যায়। চৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচলিত শাস্ত্রে আঘাত হেনে শাস্ত্রীদের যেভাবে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল, তেমনই কাজ করেছিল রুমির মসনবিও; মসনবির মরমি বিষয় সে-দেশের মুসলিম সমাজের গোড়ামির বিরুদ্ধে গিয়েছিল বলে তার পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোড়ন ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রুমিকে লিখতে হয়েছিল—

> মন জা কুরআন মগজে হা বরদাশতম
> ইছতেখওয়ান বহর ছেগান আনদাখতম

মনিরউদ্দীন ইউসুফ এর অনুবাদ করেছেন এভাবে—

> কোরানের মজ্জা যত চুষি' প্রাণভরে
> অস্থি তার ফেলে দিনু সারমেয় তরে

এই সারমেয় বা কুকুর হলেন সেই মৌলভি/শাস্ত্রিগণ যারা মর্ম বাদ দিয়ে, স্থান-কাল-পাত্র-পরিপ্রেক্ষিত মনে না-রেখে আচারপন্থী হতে শাস্ত্রের জিগির তোলে। উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তি দুটির কবি এবং তাঁর বয়েত-বয়ানবিষয়ে ফকিররা কেন আগ্রহী হবে, বা নানা সঙ্কটে—বিশেষত মওলানাদের সঙ্গে বাহাস-তাকরারে কেন তাঁকে উদ্ধৃত করতে অকুণ্ঠ হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমানে মনিরউদ্দীন ইউসুফ-কৃত মসনবির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ছাড়াও আরও কিছু অনুবাদ বাজারে সুলভ; গাজ্জালির *কিমিয়ায়ে সাদাত*, *এহইয়ায়ে উলুম ওয়াদ্দীন*, শাব্বির আহমদ উছমানি, শিবলি নোমানির প্রবন্ধ ও অন্যান্য বইও দুর্লভ নয়; ইতঃপূর্বে বেরিয়ে গেছে ওহাব উদ্দিনের *রাগ ওহাবী* , দৈখুরা, ফকির আছদ আলী ও শিতালং শাহ, দীনহীন, শেখ ভানু, শাহ ছাবাল আলী ও আরকুম শাহের

বই, সম্প্রতি ফারসি থেকে অনুদিত হয়ে বেরিয়েছে মারফতপন্থার আলোচনা-ঋদ্ধ আফজল শাহের *রিসালায়ে মারিফত*, অচিরেই বেরিয়ে যাবে নাগরি থেকে লিপ্যন্তরিত ফকির মজির উদ্দিনের পুঁথি *ভেদ জহুর*, মোহাম্মদ সাদিকের নাগরি-বিষয়ক সন্দর্ভ *সিলেটি নাগরী : ফকিরি ধারার ফসল* বইটিও। মুদ্রণের এই সিলসিলায় আমজনতার কাছে প্রচারের ক্ষেত্রে আড়ালপন্থী ফকিরদের মৃদু আড়ষ্ঠতা/সংস্কার-এর কথা বাদ দিলে, মুন্সী আশ্রফউদ্দিনের *ফকির বিলাশ* প্রকাশ-প্রচারের প্রয়োজন অনেক। কারণ, উপর্যুক্ত বইগুলোর গান ও তত্ত্বালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই পরোক্ষ ও জটিল; ফলে, এই ধারার গানগুলো সমৃদ্ধ করে ঠিক, কিন্তু—আমাদের বোঝার অসুবিধার কারণে—প্রায়শই ধন্দে ফেলে দেয়।

এ-সবের তুলনায়, *ফকির বিলাশ* অনেকটা তার আঙ্গিকগত সহজতার কারণেই, আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে ফকিরি তত্ত্ব ও সেই ধারার গান বোঝার অনেক যোগসূত্র। বইটি শুরুর দুটি পর্ব ছাড়া বাকিগুলো কথোপকথনধর্মী এবং পদ্যে রচিত; এই পদ্য-আঙ্গিক আমাদের প্রচল পাঠ-অভিজ্ঞতার পক্ষে দুরূহ মনে-হওয়ার কারণ নেই, এ-ছাড়া মুরিদ-মুরশিদের কথোপকথনে মুরিদ এমন-সব প্রশ্নই করে, যে-প্রশ্নগুলো ফকিরি গান পড়তে/শুনতে বা উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের অনেকের মনেও জাগে।

ফকির বিলাশ শুরু হয়েছে আল্লাহ, মুহম্মদ, তাঁর বংশধর ও অনুসারী, অন্যান্য নবি, ওলি ও বুজুর্গ-বন্দনার মধ্য দিয়ে; এরপর তাঁর পর্ব-বিভাজন যেভাবে করা হয়েছে নিচে তার উল্লেখ করা যেতে পারে :

প্রথম

এলেমে তৌহিদের বয়ান

দ্বিতীয়

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহো আলাইহেচ্ছালামের তায়েদাদের উপর কোরান শরিফের নাজেল হওয়া ও কোরান শরিফের কুল হরফের তায়েদাদের বয়ান।

তৃতীয়

কোরান শরীফের মোকাম মঞ্জিলের বয়ান

চতুর্থ

ফকিরের খোলাছা আহওয়াল

পঞ্চম

ছেলের গঠন ও দিনের বয়ান

ষষ্ঠ

মানুষের ওজুদ আঠারো চিজে তৈয়ার হইল তাহার বয়ান

সপ্তম

ওজুদের হকিকতের বয়ান

অষ্টম

ফকির কয় হরফে তার বয়ান

নবম

ওজুদের চারি ভেদের বয়ান

দশম

শরীর আবমনি পয়দা হইবার বয়ান

একাদশ

বেহেস্ত ও দোজখের বয়ান

দ্বাদশ

আদমের ওজুদের মধ্যে চারি চিজের নিসানি বয়ান

ফকির বিলাশ-এর পর্বগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি পর্ব ছাড়া বাকিগুলো পির-মুরিদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রচিত; প্রথম পর্ব দুটি পড়ার পর যে-কারোরই একথা মনে হবে যে, বাকি পর্বগুলোর প্রাণভোমরা হলো এই পর্ব দুটি, কারণ এতে একত্ববাদ এবং কোরানের হরফের হিসাব ও তার গূঢ়ার্থের বিষয়টি আলোচিত।

প্রথম পর্বটিতে একত্ববাদ-বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে :

তৌহিদের এলেম ভাই বড়ই কঠিন।
খোলাসা তাহার এই শুনহে মোমিন ॥
তৌহিদ মানে জানো খোদাকে পাহচান।
কামেল ফকির জানো হয় হয় সেই জন ॥

খোদাকে চেনার নামই তৌহিদ—এককথায় এরকম সংজ্ঞা ব্যক্ত করার পরও লেখক যে বলছেন 'তৌহিদের এলেম' কঠিন, তার উদাহরণ এই ছোট্ট পর্বটির অনেক পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে। দেখা যায়, কখনও শব্দের দ্ব্যর্থ-ইঙ্গিত, কখনও একই ধাতুজাত শব্দের নানামুখি ব্যবহরের পাশাপাশি, বিষয়ের হেয়ালিপূর্ণ উপস্থাপনের কারণে যে-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার কারণেই এই কাঠিন্য। নিচে তার মিছাল তুলে ধরা যেতে পারে :

ওজুদেতে আল্লাহ বলে আল্লাহ জানে সব ।
আল্লা দেখে আল্লা শোন আল্লাই সে রব ॥
ওজুদের বাদসা সেই ওজুদে পাইবে ।
হেথা না দেখিলে সেথা কেমনে চিনিবে ॥

রাজ বুঝিবার ছন্দ বড়া ফন্দ* রাজ ।
বুঝিলে তাহারি রাজ নিজ রাজে রাজ ॥

....

কিবা রূপে অপরূপ দেখিতে সে রূপ ।
রূপের রূপ স্বরূপ দেখিতে সেই রূপ ॥
সব রূপের রূপ আসল সেই রূপ ।
সে রূপ না হইলে সব হইত কু রূপ

ফরহঙ্গে জদীদ-এ ওজুদ শব্দের অর্থ রূপে 'অস্তিত্ব' ও 'দেহ' এই দুটি শব্দেরই উল্লেখ আছে। এমনিতে বাউল-নিরপেক্ষ অর্থে বিবেচনা করলে ওজুদ শব্দটির অর্থ 'অস্তিত্ব' ও 'সত্তা' অর্থে বিবেচনা করার যুক্তি আছে, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আহমদ শরীফ থেকে শুরু করে সুধীর চক্রবর্তী পর্যন্ত যে-ধারণা পোষণ করেন, তাতে, এখানে ওজুদ শব্দটিকে দেহ অর্থেই বিবেচনা করা উচিৎ। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সুফি ও বাউলদের মধ্যে যে-তিনটি সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন তার মধ্যে প্রধান সাদৃশ্যটি ছিল 'দেহের মধ্যে পরমাত্মা বা আল্লার অবস্থিতি ও মানব পরমমানবের প্রতিচ্ছবি বা ক্ষুদ্র সংস্করণ'—এই কথাটি মাথায় রেখে প্রথম চার পঙ্‌ক্তির অর্থ খুঁজলে আমরা কি কোনো স্বচ্ছ ধারণায় পৌঁছুতে পারি? এর মধ্য দিয়ে স্বচ্ছরূপে একটি তথ্যই শুধু আমরা পাই 'ওজুদেই আল্লার অবস্থান', এর বাইরের তথ্যগুলো আমাদের কথকের মূল গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে না; তা ছাড়া, পরের ছয়টি পঙ্‌ক্তি পড়ার পর আমরা শব্দের পরমের মূল রূপের অনুসন্ধান করলে করতে পারি, রহস্যে হাবুডুবু খেতে পারি, এবং ধন্দে পড়ে এও ভাবতে পারি যে, ওজুদে যে আল্লার অবস্থান, তার কারণ কী, তার মরতবাই বা কী, যা না জানলে আবার কামেল ফকির হওয়া যায় না?

দ্বিতীয় পর্বে আছে কোরানের পরিসংখ্যান এবং হরফের ভিন্নার্থব্যঞ্জক বিষয়ের উল্লেখ; আরবি কোন হরফ কুরানে কতবার এসেছে—এই পরিসংখ্যানটি সময় ব্যয় করলে যে-কোনো হরফ-জানা মানুষের পক্ষে তৈরি-করা সম্ভব, তাই এটি কারো কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হতেই পারে; এখানে, এরপরেই আছে, একেকটি হরফের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হয়েছে মানবশরীরের একেকটি অঙ্গ। এর দ্বারা বোঝা যায়, কোরানের পরিসংখ্যান তুলে ধরাটাই শুধু রচয়িতার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য তার মাধ্যমে এই কথাটি বোঝানো যে, আল্লাহর সঙ্গে যেমন কোরান ও তার

হরফের যোগ, তেমনই যোগ রয়েছে কোরানের হরফের সঙ্গে মানব-অঙ্গেরও, এবং এর মধ্য দিয়ে ওজুদে আল্লাহর অবস্থানের যুক্তিসঙ্গতিও তৈরি হয়। হয়ত এই সব কারণেই এই বিষয়-অনুষঙ্গগুলো বাউল/ফকিরি গানে এখনও বেশ সুলভ, এবং তা নিয়ে এখনও গুরুগিরিও নানা অঞ্চলে প্রকটিত; কিন্তু এই বিষয়গুলো আজকের বিচারে কতটা সঙ্গত মনে হবে?

একালের যে-কোনও পাঠকেরই মনে এই চিন্তা জাগা স্বাভাবিক যে, একেকটি আরবি হরফের সঙ্গে, মানব-অঙ্গের বাংলা নামের মিলনের ব্যাপারটি অতি দূর-কল্পনা বৈ অন্য কিছু নয়, এবং এমন মিলন শুধু মানব-অঙ্গ কেন, আরও-অনেককিছুর সঙ্গেই তো করা সম্ভব। যেমন : 'আলিফ' থেকে হয়েছে নাক, 'বা' থেকে চোখ—এমন তথ্য পেয়ে আকারগত সাদৃশ্যের কারণে শুরুতে মনে হয় এখানে গূঢ় রহস্য কিছু আছে; কিন্তু পরের তথ্যগুলো যেমন—'তা' থেকে তালু, 'খা' থেকে মাথার খুপরি 'জিম' থেকে হয়েছে জিভ, 'হা' থেকে হাঁটু, 'সিন' থেকে সিনা, 'গাইন' থেকে গোস্ত, 'কাফ' থেকে কলিজা—শুনে কি মনে হয় না যে 'কাফ' থেকে কান, 'গাইন' থেকে গলা, বা 'হা' থেকে হাত এবং 'রা' থেকে রগ প্রভৃতি হতে পারত? তা ছাড়া এও মনে হতে পারে যে, একটা থেকে আরেকটার উৎপত্তি যে হলো, তার উৎসটাই বা কী? কিন্তু, তার সহজ সূত্র *ফকির বিলাশ*-এর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না; শুধু এই পর্বটির শেষে আমরা পাব—

> ত্রিশ হরফে ত্রিশ পারা কোরআন হইল।
> আর দশ ভেদ তাহা ফকির পাইল ॥
> এলেমে তৌহিদ জানো হইল তাহাতে।
> ছীনা বছীনায় আসিতেছে মুদ্দত হইতে ॥

প্রথমে বোঝা গেল যে, ত্রিশ হরফে-তৈরি-হওয়া কোরানের যে-ভেদ, তার চেয়েও অতিরিক্ত আরও দশটি ভেদ পেয়েছেন ফকিরেরা, তা থেকেই 'এলেমে তৌহিদ' বা একত্ববাদের জ্ঞানের সৃষ্টি; এই জ্ঞান জারি-থাকার মাধ্যম হলো 'ছীনা বছীনা' অর্থাৎ এক সিনা থেকে অন্য সিনা—পির থেকে মুরিদ—এইরকম; আর তার উৎস হলো 'মুদ্দত'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সম্বলিত মান্য উর্দু অভিধান *ফরহঙ্গে রব্বানি* বলছে মুদ্দত অর্থ কাল, সময় ইত্যাদি, এর থেকেই কে কতটুকু বুঝবেন জানি না, কিন্তু এখান থেকে তার চেয়ে বেশি কিছু জানার সুযোগ নেই। হয়ত তা বোঝার জন্যে ফের যেতে হয় সেই পরিচিত প্রপঞ্চে—মুরশিদেরই কাছে।

তৃতীয় পর্বের শুরুতেই আছে কোরানের কোন সুরাকে তাজ, কোন সুরাকে শির, কোন সুরাকে জান, কোন সুরাকে আরশ ইত্যাদি বলা হয়; অর্থের ক্ষেত্রে এগুলি তাৎপর্যপূর্ণ মনে না হলেও যেহেতু গানে এখনও সেগুলো ব্যবহৃত হয় তাই তথ্য হিসেবে তা জেনে রাখা ভালো।

চতুর্থ পর্বের শিরোনাম হলো : 'ফকিরের খোলাসা আহওয়াল',—এর মাধ্যমে কে ফকির, কারা কারা ফকির ছিলেন, তার জ্ঞান যেমন পাওয়া যায় তেমনি তার তরিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও রয়েছে। এখানে প্রথম ফকির হিসেবে আল্লাহকেই ধরা হয়েছে, দ্বিতীয় ফকির আদম, তৃতীয় ফকির হজরত মোহাম্মদ, চতুর্থ ফকির হজরত আলী এবং এরপর অন্যান্য।

পঞ্চম পর্বেই আছে মানবসৃষ্টির বর্ণনা যাতে কীভাবে মায়ের পেটে মানবশিশু বেড়ে ওঠে তা বর্ণনার পাশাপাশি সপ্তাহের কোন কোন দিনে কী কী সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আজকের বিচারে এর মধ্য থেকে অনেক ফাঁকই বের করা সম্ভব, কিন্তু এই বিষয়ব্যাপারগুলো যেহেতু বাউলেরা তাঁদের মালজোড়ার আসরে, নানা আলোচনায় ও গানে আগের মতো এখনও ব্যবহার করেন তাই এই পর্বটি আমাদের কাছে তথ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ পর্বে রয়েছে কোন কোন জিনিস নিয়ে আদমের ওজুদ তৈরি হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা, দেহতাত্ত্বিক গানে সচরাচর যা দেখা যায়। অন্যান্য পর্বে রয়েছে, ওজুদের হকিকত, বেহেস্ত-দোজখ, ওজুদের চারি ভেদ, শরীরের আবমণি কীভাবে তৈরি হয়, ফকির কয় হরফে তার বর্ণনা;—এই সব বিবরণের অনেক তথ্যই আজকের পাঠকের কাছে গানে প্রবেশের উপায় হিসেবে কাজ করবে, কিছু তথ্য ঋদ্ধ করবে এবং মনে হবে এগুলো ঠেকে-শেখা একাধিক মানব/প্রকৃতি-পর্যবেক্ষকের যৌথ অভিজ্ঞানেরই সারাৎসার।

৪.

ফকির বিলাশ-এর লেখক মুন্সী মোহাম্মদ আশ্রফউদ্দিনের কোনও জীবনতথ্য আমরা কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে খুঁজে পাইনি। আমরা যে-সংস্করন থেকে এটি ছাপাচ্ছি, তাতে লেখকতথ্য দেওয়া হয়নি, শুধু প্রকাশস্থান যেটি দেওয়া হয়েছে তা হলো : 'প্রিন্টার—মাহাম্মদ শামস্উদ্দিন দ্বারা মুদ্রিত। হামিদিয়া প্রেস, চুড়িহাট্টা, ঢাকা' আর প্রকাশকাল 'ইং সন ১০-১০-৪০; আর মূল্য দুই আনা। লেখকের নামের *এসকুল আসরার* গ্রন্থের রচয়িতা সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার কামার গাও গ্রামের অধিবাসী শাহ শুকুর আলি চিশতির মতে, *ফকির বিলাশ*-এর রচয়িতা মুন্সী মোহাম্মদ আশ্রফউদ্দিন হলেন তাঁর পিতা শাহ ছাবাল আলির দাদা। সম্প্রতি-প্রকাশিত শাহ ছাবাল আলির *নূরে মারিফত* গ্রন্থে বাউলকবি মকদ্দস আলম উদাসীর-দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শাহ ছাবাল আলীর জন্ম (১২৩৮ বঙ্গাব্দ) ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ; সেই হিসেবে—দাদা ও নাতির বয়স-ব্যবধান কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর ধরলে, অনুমান করা যায়, তার জীবনকাল আঠারো শতকেরই কোনো-এক সময়ে তিনি তাঁর গ্রন্থটি রচনা করে থাকবেন। অবশ্য বইটির ভাষাভঙ্গি থেকে অনুমিত হয়, উনিশশতকের যে-কোনো সময়ে এই পুস্তিকাটি রচিত হতে পারে;

কিন্তু আমাদের ধারণা *ফকির বিলাশ*-এর যে-সংস্করণটি থেকে আজ প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি সংস্করণে-সংস্করণে পরিমার্জিত হতে হতে আজকের এই রূপ লাভ করেছে, অনেক শব্দ ও ক্রিয়াপদ যে পরিবর্তিত হয়েছে তাও দুর্লক্ষ নয়।

এই পুস্তিকাটি মুদ্রিত করতে গিয়ে, যারা এই ধারার সঙ্গে পরিচিত নন তাদের সুবিধার জন্যে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ দিয়েছি, কিন্তু কিছু শব্দের অর্থ-উদ্ধার সম্ভব না হওয়ায় তা উল্লেখ করে, পাঠক-বিশেষজ্ঞ-এর সহযোগ-আশায় সেগুলোও তালিকায় রেখেছি। এর বাইরে যে-শব্দগুলো মুদ্রণপ্রমাদে পড়েছে বলে মনে হয়েছে, সে-গুলো সংশোধন-করা ছাড়া, সব শব্দের রূপ ও বানান অবিকল রেখেছি। তবে, এখানে কিছু পরিবর্তন আমরা করেছি—মূল পুস্তিকাটি আরবি-ফারসি-উর্দু-নাগরি প্রভৃতির অনুকরনে ডানদিক থেকে শুরু হয়েছিল, আমরা করেছি বামদিক থেকে; লেখকের নামের আগে-পিছে যথাক্রমে *সায়ের* ও *সাহেব*—এই দুটি বিশেষণ ছিল, আর বইয়ের নামের উপরে ছিল 'হুয়াল গণী। সর্বউত্তম! সাবেকী ছাপা!! আসল!!!', আমরা তা বাদ দিয়েছি। এই পরির্তনটুকু যে কোনও বদ মতলব থেকে করা হয়নি, পাঠক তা সহজেই বুঝতেই পারবেন আশা করি।

ছহি ফকির বিলাশ অর্থাৎ মারফতি ভেদ

আল্লার তারিফ আমি কি লিখিব ভাই ।
তারিফ করিতে তার শক্তি কার নাই ॥
না আছে শরিক কেহ একেলা হাকিম ।
যাহা চাহে তাহা করে কোদরত আজিম*॥
না আছে উজির তার নাহি ছল্লাদার* ।
আপনা বাদসাই বিচে* আপনি মোক্তার ॥
আপনার নুরে পয়দা করে মোস্তফায় ।
খলিফা* করিয়া শেষে ভেজে* দুনিয়ায় ॥
দরুদ সালাম মোর নবীর উপরে ।
তাহান* আওলাদ* আর আসহাব* সবারে ॥
আম্বিয়া আওলিয়া আর বোজর্গে তামাম ।
সবার জনাবে* মেরা* হাজার সালাম ॥

এলেমে তৌহিদের বয়ান ।

পয়ার

তৌহিদের* এলেম ভাই বড়ই কঠিন ।
খোলাসা তাহার এই শুন হে মোমিন ॥
তৌহিদ মানে জান খোদাকে পাহচান* ।
কামেল ফকির জান হয় সেই জন ॥
ওজুদেতে আল্লাহ বলে আল্লাহ জানে সব ।
আল্লা দেখে আল্লা শোন আল্লাই সে রব ॥
ওজুদের বাদসা সেই ওজুদে পাইবে ।
হেথা না দেখিলে সেথা কেমনে চিনিবে ॥
রাজ বুঝিবার ছন্দ বড়া ফন্দ* রাজ ।
বুঝিলে তাহারি রাজ নিজ রাজে রাজ ॥
জাহের* বাতেনে* হাজের তাহারি জামাল* ।
জামালের মহবুব* এস্ক এস্কে হয় সে কামাল*॥
কিবা রূপে অপরূপ দেখিতে সে রূপ ।
রূপের রূপ স্বরূপ দেখিতে সেই রূপ ॥
সব রূপের রূপ আসল সেই রূপ ।
সে রূপ না হইলে সব হইত কু রূপ ॥
সেই আদম কি আদম এই আদম জাত* ॥
আদম বিহনে নহে এ জাত ছেফাত* ॥
আমাদের আসল হয় জান নিজ দম ।
সেই দমে এই দম নাহি জান কম ॥
আহাম্মদ আদমে হয় আহাদের দম ।
আহাদ হইতে জাহেদ আহমদ আদম ॥
আহাদের নিজ নুরে জান আহাম্মদ ।
আহাম্মদের নুরে আদম কে জানিবে হদ* ॥
চেনহে আদম জাত সেই খাছ নুর ।
আহাদে আহাম্মদ আদম হয়েছে জহুর* ॥
আশ্রফউদ্দিন রচে অধিন লাচার* ।
তায়েদাদ* কোরাণের শোন দিনদার ॥

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহো আলাইহেচ্ছালামের উপর কোরান শরিফ নাজেল হওয়া ও কোরান শরিফের কুল হরফের তায়েদাদের* বয়ান ।

পয়ার

শোন ভাই দিনদার কেতাবের খবর ।
পয়দা হইলেন জবে* দিন পয়গাম্বর ॥
চল্লিশ সাল গোজারিলে* নবী মোস্তফার ।
কোরান নাজিল হৈল উপরে তাহার ॥
কোরাণের বিচে যত ভেদ পুসিদার* ।
হেকমতেতে* রাখিয়াছে পাক পরওার ॥
তৌহিদের ভেদাভেদ আছে কোরাণেতে ।
কামেল ফকির ভিন্ন কে পারে বলিতে ॥
এক শত চৌদা* ছুরা আছে কোরাণেতে ।
হরফের সোমার* তার লিখি এখানেতে ॥
তিন লক্ষ ষোলশত উনশট্যি অক্ষর ।
তামাম কোরাণে আছে শোন সে খবর ॥
আয়েত যতেক আছে কোরান মাঝার ।
ছয় হাজার ছেষট্যি আয়েত কোরাণে সোমার ॥
চৌদা ছেজদা আছে জান কোরান বিচেতে ।
সাত মঞ্জেল* আছে জানো সারা কোরাণেতে ॥
ছিয়ানব্বই হাজার কলেমা আছে কোরাণেতে ।
সোমার করিয়া এহা লেখে আলেমেতে ॥
চল্লিশ হাজার সাত শত [আলেফ] আর ।
কোরান বিচেতে আছে হইল সোমার ॥
[বে] হরফ পোনর হাজার চারি শত আর ।
[তে] এক হাজার চব্বিশ কোরান মাঝার ॥
[ছে] দশ হাজার ত্রিশ আছে কোরাণেতে ।
বাইশ হাজার [জিম] মছহাফ* বিচেতে ॥
[হে] হরফ এক হাজার চারি শত আছে ।
চারি হাজার পাচ [খে] সোমার হইয়াছে ॥
[দাল] চারি হাজার সাত শও* আটানব্বই ।
চারি হাজার পাচ শও আশি [জাল] আছে ভাই ॥

ত্রিশ হাজার পাচ শও ষাইট [রে] আর ।
[জে] হৈল ষোল শও আশি করিয়া সোমার ॥
পোনর হাজার তিন শও এক [ছিন] আছে ।
চারি হাজার দশ [শিন] কোরাণের বিচে ॥
দুই হাজার তের [সোয়াদ] আছে কোরাণেতে ।
এক হাজার আশি [দোয়াদ] হরফ আছে তাতে ॥
দুই হাজার আট চল্লিশ [তোএ] আছে ভাই ।
দুই হাজার চব্বিশ [জোএ] জানিবে সবাই ॥
দুই হাজার আটচল্লিশ [আএন] হরফ আছে ।
আট হাজার চারিশত [গাএন] তার বিচে ॥
চারি হাজার সাত শও [ফে] হরফ সোমার ।
ছোট [কাফ] নয় হাজার পাচ শত চারি আর ॥
বড় [কাফ] নয় হাজার নয় শত আছে ।
[লাম] চারি হাজার সাতশত চল্লিশ রইয়াছে ॥
চারি হাজার সাত শও চল্লিশ [মিম] তায় ।
পোনর হাজার তিন শও [নু] পাওয়া যায় ॥
চারি হাজার সাত শত আট [ওয়াও] তাতে ।
এক হাজার নয় শত চল্লিশ [হে] কোরাণেতে ॥
[লাম আলেফ] চৌদ্দ হাজার সাত শত সাত হইল সোমার ।
[ইয়া] হৈল পচিশ হাজার সাত শত সতর আর ॥
একুনে* হরফ যত কোরাণের বিচে ।
তিন লক্ষ ষোল শত ঊনষাইট আছে ॥
[আলেফ] হইতে [ইয়া] তক মগরবের ওক্তে ।
তামাম হরফ পড়ে একিনের সাতে ॥
বেসুমার নেকি আল্লা তাহাকে বক্সিবে* ।
হাজার কোরাণের নেকি সেই জন পাবে ॥
মক্কায় গেলে তিনবার যত নেকি মেলে ।
তত নেকি পাবে সবে হরফ পড়িলে ॥
তামাম উম্মরভর* গোনা যদি করে ।
পড়িলে হরফ মাফ হবে একেবারে ॥
শুনহে মোমিন ভাই যত দিনদার ।
একত্রিশ হরফ হৈল ওজুদ* বান্দার ॥
[আলিফ] হইতে নাক হইল বান্দার ।
[বে] হরফে চক্ষু হৈল শুন সমাচার ॥

[তে] হরফে তালু হৈল করিবে একিন* ।
[ছে] হরফে মুখ কৈল এলাহি আলমিন ॥
[জিমে] জিব আর [হে] হরফে হাড় ।
[খে] হরফে ছেরের খুপরি* হইল তৈয়ার ॥
[দালেতে] হইল দন্ত জনখদা* [জালেতে]) ।
[রে] হরফে রগ জে রগ হইল [জে] তাতে ॥
[ছিন] হইতে ছিনা আর (শিনেতে) জেশানা* ।
[সোয়াদ] হইতে পেট পয়দা করিল রব্বানা ॥
[তোএ] তিল্লি [জোএ] দেল গরদান [আএনে] ।
[গাএনেতে] গোস্ত হৈল শুন সর্ব্বজনে ॥
[ফে] হরফে ফেফছা* হৈল কলব [কাফেতে] ।
ছোট [কাফে] কলিজা বানায় পাকজাতে ॥
[লামেতে] হইল নাভী [মিমেতে] কোমর ।
[নু] হরফে খুন হইল কেতাবে খবর ॥
[ওয়াও] হরফে হইল আওাজ গলাতে ।
[হে] তে হইল হাটু পাঙ [লাম আলেফেতে]॥
[হামজা] তে হইল ফোতা* বিচিত্র লেজারে ।
[ইয়া] তে পায়ের এরি* বান্দার শরীরে ॥
এই ত্রিশ হরফেতে ওজুদ বান্দার ।
গড়িলেন হেকমতেতে পাক পরওার ॥
এই ত্রিশ হরফে দশ ফকির মিলিল ।
পাচ হরফে তার বিচে শরিয়ত হইল ॥
ফকিরের চারি ভেদ চারি হরফেতে হয় ।
তাহার খোলাছা করি শুনাই সবায় ॥
[ফে] হরফে ফাকাকসি* করিবে ফকির ।
[কাফে] কেনায়াত* যাহা মেলায় কাদির ॥
[ইয়া] তে ইয়াদ আল্লা হামেসা* করিবে ।
[রে] হরফে তাহার রেজাতে সদা রবে ॥
ত্রিশ হরফে ত্রিশ পারা কোরান হইল ।
আর দশ ভেদ তাহা ফকির পাইল ॥
এলেম তৌহিদ জান হইল তাহাতে ।
সিন সিনায়* আসিতেছে মুদ্দত* হইতে ॥
পীর মুরিদের এবে ছওাল জওাব ।
আশ্রফউদ্দিন লেখে মাফিক কেতাব ॥

কোরান শরিফের মোকাম মঞ্জিলের বয়ান।

মুরিদের প্রশ্ন ও পীরের উত্তর

পয়ার

মুরিদ আরজ করে মোর্শেদের পায়।
কোরানের ছের কেবা বলনা আমায় ॥
তাজ কোরানের কেবা দেল কোরাণের।
আরশ কোরানের কেবা করনা জাহের ॥
চেরাগ* কোরানের কেবা করনা বয়ান।
ওক্‌ফ কোরান কেবা কোরানের প্রাণ ॥
কোরানের মাথা কেবা ইয়ার কোরানের।
কোরানের মঞ্জিল* কেবা করনা জাহের ॥

পীরের উত্তর :
পীর বলে শুন বাবা শোনাই তোমায়।
কোরানের ছের তুমি জান বেছমেল্লায় ॥
কোরানের জান, জানো আদম কোরাণের।
ছুরে বকর আরশ জান কোরান শরিফের ॥
কোরানের চেরাগ ছুরা মলক জানিবে।
ছুরা রহমান তাজ হয় ইয়াদ রাখিবে ॥
দেল কোরানের জান ছুরা ইয়াছিন।
ওক্‌ফে কোরান তসদিদ জানিবে একিন ॥
কোরানের মাতা জানো ফাতেহা ছুরাকে।
কোরানের ইয়ার জানো আএতল কুরছিকে ॥
ছুরে কাহাফ জানো মঞ্জিল কোরান।
একে ২ বাতাইনু* করিয়া বয়ান ॥

ফকিরের খোলাসা আহওয়াল* ।

মুরিদের প্রশ্ন পীরের উত্তর

মুরিদ কহেন পীর আরজ আমার ।
ফকির কে হৈল বল করিয়া প্রচার ॥
মোর্শেদ বলেন বাবা শুন সমাচার ।
পহেলা ফকির জানো পাক পরওয়ার ॥
আদম ছফিকে জান দোছরা ফকির ।
তেছরার হাল লিখি করিয়া জাহির ॥
তেছরা ফকির জানো মোহাম্মদ রছুল ।
চাহারমে* সের আলী খোদার মকবুল ॥
হাছেন বছরি নাম খাজে মহিউদ্দিন ।
চারি ঘর সেই হৈতে হইল তাইন* ॥
নক্সে বন্দি সাহার উর্দি কাদেরী যে আর ।
চৌদ্দ খান ওয়াদা জারি হইল সোমার ॥
পাঁচ খানওয়াদা হয় চিস্তি তরিকাতে ।
আর চারি হইল জানো সাহার উরদিতে ॥
দুই খানওয়াদা জানো নক্সে বন্দিয়ার ।
তিন খানওয়াদা জানো হৈল কাদেরিয়ার ॥
চিশতিয়া খলিফা খাজা মহিউদ্দিন হৈল ।
দুধের পিয়ালা যার তালকীন* হইল ॥
চিস্তিয়া পেয়ালা পোরে জিবরিল আল্লার ।
তৈয়েব কলেমা জার খিল দরওয়াজার ॥
নিশান ছাওনি যার মক্কার পূর্বদ্বার ।
সাহার উর্দির হাল কিছু শোনাই আবার ॥
সাহার উর্দি খলিফা যে কাজি শা-উদ্দিন ।
শহিদের পিয়ালা তার হইল তালকিন ॥
মেকাইলপুরে ঘরের পিয়ালা তাহার ।
কালেমা শাহাদাত হৈল খিল দরওয়াজার* ॥
জরদ* নিশান মক্কার উত্তর ঘরেতে ।
কাদেরির হাল লিখি শুন সকলেতে ॥
কাদেরিয়ার খলিফা আব্দুল কাদের জিলানী ।
তাহার তালকীন জান পিয়ালার পানি ॥

এস্রাফিল পেয়ালা ঘরের তাহায় ।
তৌহিদ কালেমা হইল খিল দরওয়াজায় ॥
কাল নিশান তার দক্ষিণে মক্কার ।
নক্সে বন্দির হাল লিখি করিয়া প্রচার ॥
নক্সে বন্দির পীর খাজে বাহাউদ্দিন ।
দুধের পেয়ালা তালকিন জানিবে একিন ॥
আজরাইল পোরে পেয়ালা ঘরের তাহায় ।
কলেমা তমজিদ জার খিল দরওয়াজায় ॥
ছবুজ নিশান মক্কার পশ্চিম দ্বারে ।
চাহার পীরের হাল বলিনু তোমারে ॥

প্রশ্ন : মুরিদ আরজ করে পীরের কদমে ।
পীর কে পহেলা হইল বলিবে অধমে ॥
পহেলা আহাদে কেবা মোর্শেদ হয় ।
দুনিয়া ও আখেরের মোর্শেদ কেবা হয় ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা শুন সে জেকের ।
পহেলা মোর্শেদ বাপ মাতা আহাদের ॥
পীর হৈল দুনিয়ার হজরত আদম ।
আখেরের পীর জানো নবী সল্লেল্লাম ॥

প্রশ্ন : মুরিদ বলেন পীর আরজ আমার ।
আর এক সওাল করি হুজুরে তোমার ॥
আদমের চিন কেবা জড়* আহাদের ।
ছোট কেবা দুনিয়ায় জড় কে দিনের ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা শুন হাল তার ।
আদমের নিশান জানো ফরজন্দ* তাহার ॥
বাজার হইল জানো জড় আহাদের ।
দিল নেওয়াজ* হৈল জড় কালেমা জাহের ॥
নামাজ হইল ছোট দুনিয়া বিচেতে ।
মোর্শেদে পুছিলে* ভেদ পারিবে জানিতে ॥

প্রশ্ন : মুরিদ জুড়িয়া হাত কহে আরবার ।
আর এক সওাল করি হুজুরে তোমার ॥
দিনের মোর্শেদ কেবা রাতের মোর্শেদ ।
জমিনের পীর কেবা পাতালের মোর্শেদ ॥

দুনিয়ার ঘর কেবা জমিনের পতি ।
পাকা কাঁচা কে হইল কোথা জ্বলে বাতি ॥
উত্তর : পীর বলে শুন বাবা কহি যে জেকের ।
দিনের মোর্শেদ সূর্য্য চান্দ সে রাত্রের ॥
পাহাড় হইল জানো পীর পাতালের ।
পাকা কাঁচা হইল নারী শরীর খাতের ॥
গর্ভবতী হয় নারী মরদ মিলিলে ।
পয়দা হইলে লাড়কা সেই বাতি জ্বলে॥
ঘর জানো পৃথিবীর আদম আপনি ।
সকলের পিতা নবী রাসুলুল্লাহ যিনি ॥

প্রশ্ন : শিষ্য কহেন পীর আরজ হুজুরে ।
মাতার পেটেতে শিশু জন্মে কি প্রকারে ॥
উত্তর : পীর বলে ওহে বাছা কহি যে তোমায় ।
যেরূপে উদরে মায়ের শিশু জন্ম লয় ॥
যে ওক্তে সে বিন্দু পড়ে উদরে মায়ের ।
লাল রং ধরে সেই কুদরত রব্বের ॥
এক দিনের বিন্দু হৈল চলে নিয়মেতে ।
বিন্দু দুই দিনের হইলে মেলে সে খুনেতে ॥
তিন রোজ হইলে বিন্দু ফেনার মত হয় ।
চারিদিনে দেহের সব লাল পয়দা হয় ॥
পঞ্চ দিনে হয় বিন্দু কাজল যেমন ।
ছয় দিনে ঘোলা রং শোন সে বচন ॥
সপ্ত দিন হইলে বিন্দু আকার সে ধরে ।
হাড়ে মাংসে জোড়া হয় আট দিন পরে ॥
নয় দিন হইলে পুরা দেহের আকার ।
দশ দিনে হয় জানো আখির সঞ্চার ॥
এক মাসের গর্ভ কেহ চিনিতে না পারে ।
দুই মাসের হৈলে লোকে কানাকানি করে ॥
ধজা গজা হয় জান তিন মাস হৈলে ।
পাঁচ মাসে প্রাণ দান পায় সেই ছেলে ॥
ছয় মাস হইলে শিশু হেলে উদরেতে ।
সাত মাস হইলে ব্যথা হয় সে পেটেতে ॥
আট মাসে পাণ্ডু বরণ হয় গর্ভবতী ।
নয় মাসে স্তনে কাল বিসের আকৃতি ॥

দশ মাসে পুরা হৈলে লাড়কা পয়দা হয় ।
একবিন্দু হইতে আদম করেন খোদায় ॥
আব* আতশ* খাক* বাদ* চারি চিজ হৈতে ।
গড়িল সুন্দর কায়া বাহার দেখিতে ॥
আঠার মোকাম খোদা বানায় তাহাতে ।
স্বর্গ মর্ত্য ভেদাভেদ দেহের বিচেতে ॥
আশ্রফউদ্দিন বলেন ভাবিয়া রব্বানা ।
জন্মের বৃত্তান্ত কহি শোন সর্ব্বজনা ॥

ছেলের গঠন ও দিনের বয়ান।

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর নিধনের ধন।
কোন কোন দিনে হৈল দেহের গঠন ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা বলি যে তোমারে।
কমলে গঠন হয় রোজ সোমবারে ॥
মঙ্গলে গড়িল নাড়ি বুধে মুখ হৈল।
লক্ষ্মীবারে লাড়কারে পিঠ বুক গড়িল ॥
দু-নয়ান বালকের হৈল শুক্রবারে।
মগজ আর কান হৈল রোজ শনিবারে ॥
রবিবারে লাড়কার ধড়ে আইসে জান।
তামাম জাহানের যত হইল এনছান ॥

প্রশ্ন : মুরিদ জুড়িয়া হাত বলে ধীরে ধীরে।
আর এক সওয়াল করি তোমার হুজুরে ॥
আর এক ধন আছে দেহের মাঝারে।
ত্রিখলা বাজার নিচে আছমান উপরে ॥
আওয়াজ শুনিতে তার কয়খানি দ্বার।
কত মত আছে তাহা বল সমাচার ॥
আসমানকে হৈল গুরু বাজার কে হৈল।
শব্দকারি কেবা তার দুয়ার কে বল ॥
ঘর এখানি হৈল দ্বার দুইখানি।
সেই ঘর কে বান্ধিল বল দেখি শুনি ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা কহি সে সন্ধান।
সে ঘর বান্ধিল জানো পাক ছোবহান ॥
পাথরের থুনি* তার স্থানে২ দিলে।
একখানা টুই* চাল দুইখানা কৈল ॥
রুয়া* দিল সারি সারি মড়াল* এক দিয়া।
তাহাকে বান্ধিয়া আছে কল খাটাইয়া ॥
ঘর একখানি তায় সিরি* দুইখানি।
বেতের লাকড়ি তায় কুসের ছাউনি ॥
অমূল্য রতন রাখে তাহার ভিতরে।
দুখানি অমূল্য রতন তাহার উপরে ॥
একটি বন্ধন জানো দিল সেই ঘরে।
ইয়াদ রাখিবে বাবা বলিনু তোমারে ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর আরজ আমার ।
অজুদের ভেদ কথা বল একবার ॥
গুরু কে হৈল আর চাল কে হইল ।
রুয়া আর একখানি আর মড়াল কেবা বল ॥

সিঁড়ি কে হইল আর কেবা ঘরখানি ।
কিসের লাকড়ি সেই কিসের ছাউনি ॥
বন্ধন কে হইল গুরু চাল কে হইল ।
ইহার জওয়াব পীর বুঝাইয়া বল ॥
উত্তর : পীর বলে কহি বাবা তাহার সন্ধান ।
একে একে কহি শুন তার বিবরণ ॥
শির যে হইল টুই পাঞ্জরা* যে চাল ।
রুয়া যে তাহার আছে মড়াল মিশাল ॥
শরীর হইল ঘর পথ সিঁড়ি তায় ।
চক্ষু সে ছাউনী হৈল রগ কণ্ঠ তায় ॥
রুহ হইল ধনরতন শোন সমাচার ।
আঠার চিজেতে ঘর হইল তৈয়ার ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর আরজ জনাবে ।
আঠার চিজের কথা বাতাইবে এবে ॥
উত্তর : পীর বলে শুন বাবা ধেয়ান করিয়া ।
আঠার চিজের কথা দেই বাতাইয়া ॥

মানুষের ওজুদ আঠার চিজে তৈয়ার হইল তাহার বয়ান।

পয়ার

বাপের চার মায়ের চার দশ যে আল্লার।
আঠার চিজেতে পয়দা ওজুদ বান্দার॥
মনি* মগজ হাড় রগ এ চারি বাপের।
গোস্ত পোস্ত পরম খুন এ চারি মায়ের॥
দশ চিজ এলাহির শুন বাবাজান।
একে ২ কহি তাহা করিয়া বয়ান॥
প্রথমেতে দেখা আর শুনা দ্বিতীয়তে।
কথা বলা তেছরায় লেখে কেতাবেতে॥
চাহারমে দম আর হায়াত বান্দার।
পঞ্চমেতে জানো জোর তাকত বান্দার॥
শসমেতে আপনার ইমান জানিবে।
সপ্তমেতে দেল সবার লিখিল কেতাবে॥
অষ্টমেতে জানিবে যে এরাদা* দেলের।
নওমেতে চলা ফেরা জানো ইনসানের॥
দশমেতে ভুল আর গাফেলি জানিবে।
আল্লাহতালার এ দশ চিজ ইয়াদ রাখিবে॥
আর যাহা ধন দিল ওজুদে বান্দার।
বয়ান করিয়া কহি শুন সমাচার॥
আসমান উপরে আছে শ্রীখোলা নগর।
মুদি ও বাগানি বসে আছে থরে থর॥
তিপ্পান্ন যে গলি তায় বায়ান্ন বাজার।
কোনজন ফেলি তায় করে আনিবার
মোর্শেদ কহেন ফের মুরিদের তরে।
খোলাসা বয়ান ইহার শুনাই তোমারে॥
আসমান হইল মাথা ওজুদ মাঝারে।
মুদি ও বাগানি জানো ফেরেস্তার তরে॥
বাজারের কথা এবে বলিনু তোমারে।
মনুরায়* দেহের মধ্যে বসে কেলি করে॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর আরজ আমার।
আর এক সওয়াল আছে জনাবে তোমার॥
একখানি কুণ্ডা* হইল পাট একখানি।

একখানি দ্বার তায় কপাট দুখানি ॥
কুণ্ডা কে হইল বল কে হইল পাট ।
আর বুঝাইয়া বল কে হইল কপাট ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা বলি যে তোমায় ।
হলকুম জানিবে কুণ্ডা পেট পাট হয় ॥
দ্বার হইল মুখখানি কপাট যে দাঁত ।
খেয়াল করিয়া বাবা বোঝ এই বাত* ॥

প্রশ্ন : মুরিদ বলেন পীর বুঝাইয়া বল ।
নৌকা কে হইল বল কাণ্ডারি কে হইল ॥
উত্তর : নৌকা হইল পাঙ কাণ্ডারী নয়ান ।
মনে বুঝে দেখ বাবা করিয়া ধেয়ান ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর আরজ আমার ।
চারি ঘর আছে কোথা চারিটি দুয়ার ॥
উত্তর : ঘর সে ভ্রমরা হৈল নাছুত* জবান ।
মাথা যে মন্দির দ্বার লাহুত* নিদান ॥
ঘর জানো দেহখানি মলকুত* দুয়ার ।
ভিজা যার ঘর তার জাবরুত* দ্বার ॥

প্রশ্ন : মুরিদ বলেন কেবা লাহুত মালাকুত ।
আর বল আছে কোথা জাবরুত নাছুত ॥
উত্তর : চক্ষু ছে* নাছুত হইল কান মালাকুত ।
নাসিকা লাহুত হৈল জবান জাবরুত ॥
এ চারি মোকামে আছে ফেরেস্তা যে চার ।
কেবা কোথা রহে তার শুন সমাচার ॥
জবানে জিবরিল আছে মেকাইল চক্ষেতে ।
নাকে এস্রাফিল আজরাইল মগজেতে ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর আরজ হুজুরে ।
কি রঙ্গ কাহার এবে কহিবে মোরে ॥
উত্তর : জর্দ্দ রঙ জবানের আখি যে সফেদ ।
নাক সবজা কান সিয়া কহিলাম ভেদ ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর জিজ্ঞাসি তোমারে ।
কোন ফেরেস্তার কোন রং বাতাবে আমারে ।
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা শুন মন দিয়া ।

জর্দ্দ রঙ্গ জিবরিলের মেকাইল সিয়া* ॥
এস্রাফিলের রং তুমি ছবুজ জানিবে ।
সাদা রঙ্গ আজরাইলের লেখিল কেতাবে ॥

প্রশ্ন : মুরিদ বলেন পীর আরজ আমার ।
কোন ফেরেস্তার কোন রূপ কহ সমাচার ॥
উত্তর : পীর বলে শুন বাবা বলি যে তোমায় ।
জিবরিলর মউর* রূপ জানিবে নিশ্চয় ॥
মেকাইল গৃধিনী রূপ বাজ ইস্রাফিল ।
বাঘের শেকলে* বাবা জানো আজরাইল ॥

প্রশ্ন : খাক, বাদ, আব, আতশ চারি অনাছের* ।
কার কোন রং হয় করনা জাহের ॥
উত্তর : পীর বলে পানির যে লাল রং হয় ।
খাকের জর্দ্দ রং বলিনু তোমায় ॥
হাওয়ার ছবুজ রং আতশ হয় সিয়া* ।
এহার খেলাসা হাল শুন মন দিয়া ॥
আখি দুটি পানি জানো খাক হৈল জবান ।
নাক হইল বাদ মগজ আতশ প্রমাণ ॥
এই চারি চিজ আছে ওজুদ মাঝারে ।
এক চীজ সুখাইলে বান্দা যায় মরে ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর বলি যে তোমায় ।
কোন চীজ সুখাইলে মিশিবে কাহায় ॥
উত্তর : পানিতে ছয়লাব হবে লাহুত* সুখালে ।
না রবে বারামখানা নাজুত সুখিলে ॥
ভাটি ও উজান নাহি সুখালে জাবরুত ।
দরিয়ার পানিতে মিশে সুখালে মালকুত ॥

ওজুদের হকিকতের বয়ান।

মোর্শেদ বলেন ফের শুন বাবাজান।
অমুল্য রতন বোঝ করিয়া ধেয়ান ॥
ডাহিনেতে খোদা আছে বামে মোহাম্মদ।
আদমের গোর মধ্যে রাখিয়াছে হদ ॥
দুই কান্দে আছে কেরামন কাতেবীন*।
কেতাবে ছাবেত* ইহা জানিবে একিন* ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর কহ হকিকত।
শরিওত কে হইল কেবা তরিকত ॥
হকিকত কে হইল কেবা মারেফত।
খোলাসা করিয়া তাহা কহনা হজরত ॥
উত্তর : শরিওত আক্কেল* জানো ফহম* তরিকত।
রূপ জানো মারফত দম হকিকত* ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর আরজ কদমে।
কোথা আছে আরশ কুরছি বান্দার জেসমে* ॥
মক্কা মদিনা কোথা ওজুদে বান্দার।
একে একে কহ শাহা বয়ান তাহার ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা শুন তার বেনা*।
দেল মক্কা জানো বাবা কলব মদীনা ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর আরজ আমার।
মনুরা কোথায় থাকে স্থিতি কোথায় তার ॥
কোথায় আহার করে বসতি কোথায়।
খোসবুই* বদবুই* বল কোথা হৈতে পায় ॥
মনুরায় নিদ্রাকালে কোন ঘরে থাকে।
খোলাসা করিয়া শাহা শুনাবে আমাকে ॥
উত্তর : লাহুতে সে থাকে মালাকুতে স্থিতি তার।
জাবরুতে থাকিয়া সদা করেন আহার ॥
খোসবুই বদবুই পায় লাহুতেতে নাকে।
মনুরায় নিদ্রাকালে দেলের কোণে থাকে ॥

প্রশ্ন : মুরিদ বলেন ফের পীরের কদমে।
কোন রং দেলের হুজুর বলনা অধমে ॥

মনুরায় কোন রং পবন কেমন।
ধুঙা*.উড়ে কোন রং কি রং মরণ ॥
উত্তর : দেলে আছে ডিম্ব রূপে জর্দ রঙ্গ তার।
মনুরায় হাওয়া রং শুন হাল তার ॥
পবনের রং ছবজা জানিবে দেলেতে।
সাত রঙ্গ উঠে ধুঙা মরণকালেতে ॥
ঐ ধুঙা মিটে গেলে মরণ নিশ্চয়।
মক্কা ও মদীনা তুড়ে পবন পালায় ॥
দুইটি চেরাগ আছে দেহের বিচেতে।
সেই বাতি বিনা তেলে জ্বলে দিন রাতে ॥
জাগা নাই তিলমাত্র আঠার ছেজদাতে।
নুরনবী নামাজ গুজার সে খানাতে* ॥
তেনার বাসা আছে সেই সাতালি পর্ব্বতে।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পাখী সেই মকামেতে ॥
নৃত্য করি যায় তারা সুপাখী হইলে।
লাথি জব্দ হয় সেথা কুপাখী সকলে ॥

ফকির কয় হরফে তাহার বয়ান ।

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর পাইনু সন্ধান ।
ফকিরীর চার হরফের করনা বয়ান ॥
ফে আর কাফ, হরফ ইয়া, আর রে ।
এ চারি হরফের ভেদ বাতাইবে মোরে ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা শুন একিনেতে ।
চারি হরফ আছে জানো ফকিরী নামেতে ॥
পহেলাতে 'ফে' হরফ বলি যে তোমারে ।
ফাকাকসি করা চাহি ফকিরের তরে ॥
দোছরাতে 'কাফ' হরফ কহি একে ২ ।
কেনায়তে মানি ছবর কেতাবেতে লেখে ॥
ফকিরে মিলায় যাহা পাক পরওয়ারে ।
ছবর করিতে চাহি ফকিরের তরে ॥
তেছরা হরফ 'ইয়া' ফকিরী এ মেলায় ।
ইয়াদ আল্লা করা চাহি ফকির সবায় ॥
দমে ২ ইয়াদ আল্লা করিবে ফকির ।
তবে সে ফকির ২ নহে জানিবে ফিকির ॥
'রে' হরফ আছে জান ফকিরী নামেতে ।
ফকিরের লাজেম* সদা থাকে রেয়াজেতে* ॥
এবাদত আল্লার সদা ফকির করিবে ।
আল্লার দরগায় তবে মকবুল হইবে ॥

প্রশ্ন : মহাজন কে হৈল পীর বুঝাইয়া বল ।
খরিদার কে হইল ধন কেবা হৈল ॥
উত্তর : মন হৈল মহাজন শুন সমাচার ।
দু আখি হইল ধন, পবন খরিদার ॥
তিনশো ষাইট রগ পানির ওজুদেতে ।
একশ ছাব্বিশ হাড় আছে জেসমেতে ॥
একশও বিশ রগ প্রধান যে গুনি ।
হাড়ে রগে খাড়া কৈল এই দেহ খানি ॥

প্রশ্ন : মুরিদ বলেন পীর যে ষাইট রগেতে ।
তারেতে বান্ধিল দেহ আপে পাকজাতে ॥
খাকি কোন রগ আর বাদি কে হইল ।

আবি ও আতশি কেবা বুঝাইয়া বল ॥
উত্তর : হলকুমের রগ আমি বলিনু তোমারে ।
বাদি রগ নাছুতে জানিবে অন্তরে ॥
ভুড়ির রগ থাকি হৈল আতশি ছিরের ।
একে একে সব করিনু জাহের ॥

ওজুদের চারি ভেদের বয়ান।

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর এলেমের খনি।
চারি বেদের কথা এবে কহিবে আপনি ॥
সাম যজুঃ আর অর্থব বেদের।
ওজুদেতে আছে কেবা করনা জাহের ॥
উত্তর : মালাকুতে সাম বেদ যজুঃ নাছুতেতে।
অথর্ব বেদ জাবরুতে ঋক লাহুতেতে ॥

প্রশ্ন : চারি রূপ দিল আল্লা ওজুদে বান্দার।
কোন কোন চারি রূহ কহ নামদার ॥
উত্তর : জাত ও ছেফতি রূপ শুন সমাচার।
আমিন মোমিন রূপ এই জানো চার ॥
মকিম মোর্শেদ আর হাওয়ার কাছেতে।
পাঁচ আত্মা আছে জানো ওজুদ বিচেতে ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন পীর হইনু নেহাল*।
কোথা আছে পাঁচ আত্মা বল তার হাল ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা শুন সমাচার।
কানে কানে বলি দিল খবর আত্মার ॥
কিছু দিন পরে বাবা তার ভেদ পাবে।
এ ভেদে পাইলে তুমি কামেল হইবে ॥

প্রশ্ন : হাদীস কে হইল আর কোরআন কে হইল।
খোলাসা* বয়ান তার বুঝাইয়া বল।
উত্তর : এলেম হইল বাবা হাদীস কোরআন।
যাহাকে পড়িলে পায় সওয়াব ইনসান।

প্রশ্ন : খাক, বাদ, আব, আতশ চারি আনাছের*।
ইহার আহওয়াল বল করিয়া জাহের ॥
খোরাক কাহার কিবা নাম কিবা হয়।
উৎপত্তি কাহাতে কার বসতি কোথায়?
উত্তর : মাটির আহওয়াল বাবা শুন একিনেতে।
খোরাক নিয়ে তার পত্তন লাহুতে॥
অমৃতের নিশায় সেই স্থিতি জল পরে।
পানির আহওয়াল বাবা বলি এইবারে ॥

হাওয়া যে খোরাক তার শুন মন দিয়া ।
মাটিতে মিশায় সেই জাবরুতে ঘিরিয়া ॥
হাওয়ার খোরাক জান মিশায় মাটিতে ।
শূন্যেতে উৎপত্তি তার থাকে সে নাছুতে ॥
খোরাক আতশের জানো খায় সেই দুনিয়াতে ।
মিশায় আবেতে সেই থাকে মালাকুতে ॥

শরীরের আবমনি* পয়দা হইবার বয়ান।

প্রশ্ন : মুরিদ জুড়িয়া হাত লাগিল কহিতে।
মনি কি রূপেতে পয়দা হয় ওজুদেতে ॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা শুন সমাচার।
চক্ষের শতেক বিন্দু খুন যে বান্দার ॥
শত বিন্দু খুন গেরে* মগজ হইতে।
শত বিন্দু ঘাম মেলে তাহার সঙ্গেতে ॥
এহি খুন ঘাম মেরে মনি পয়দা হয়।
এক বিন্দু মনি হয় জানিবে নিশ্চয় ॥
জওানি কালেতে মনি বাড়ে অতিশয়।
যত খরচ হয় মনি তত বেড়ে যায় ॥
খরচ হয় রাতে যত দিনে ফের পুরে।
কমি নাহি হয় মনি জানিবে অন্তরে ॥
মাসে এক দিন মনি খরচ করিবে।
বচ্ছরেতে বারো মাহা* হিসাব রাখিবে॥
কন্যা ঋতু বতি জান মাসে মাসে হয়।
পাক ছাফ হইলে নারী মিলিবারে কয় ॥
ইহা ভিন্ন নিত্য ২ করিলে রমণ।
দেহ খিন হয় তার নিকটে মরণ ॥
সপ্তমী অষ্টমী অমাবস্যা রবিবারে।
প্রতিপদ পুর্ণিমায় রমণ না করে ॥
শিশু যদি জন্ম লেয়* এই সব বারে।
দুরাচার হয় লাড়কা জানিবে অন্তরে ॥
সেই লাড়কা যুবাকালে দরিদ্র যে হয়।
দুঃখ পায় সেই লাড়কা জানিবে নিশ্চয় ॥

প্রশ্ন : অসাধ্যের থলি কেবা কুঞ্জি জবানের।
কালেমার থলি কেবা পুঞ্জি হাশরের ॥
উত্তর : পাওকে জানিবে বাবা অসাধ্যের থলি।
জবানের কুঞ্জি খোরাক জানিবে সকলি ॥
কলেমা শাহাদাত হৈল থলি কালেমার।
আখেরের কুঞ্জি বাবা এবাদত আল্লার॥

প্রশ্ন : মুরিদ বলেন পীর আরজ হুজুরে।
ওস্তাদ কাহার কেবা বলিবেন মোরে ॥

যত রূহ আছে এই ওজুদের বিচে।
ওস্তাদ কাহার কেবা কোথা কোথা আছে?
উত্তর : খয়রাতের ওস্তাদ বাবা জানিবে দৌলত।
গোছলের ওস্তাদ বাবা জানো বাম হাত ॥
আওয়াজের ওস্তাদ বাবা বেছমেল্লা জানিবে।
নিয়ত ওস্তাদ তার হয় একভাবে ॥
ওস্তাদ তাহার হইল জবান ছুরত।
জবানের ওস্তাদ এয়াদ শুন হকিকত ॥
ওস্তাদ স্মরণের বাবা মওত জানিবে।
ওস্তাদ তাহার আল্লা ইয়াদ রাখিবে ॥

প্রশ্ন : আব আতশ খাক বাদ পয়দাস আবির।
কিসে কিসে হৈল জন্ম কর সে জাহির?
উত্তর ।:_পীর বলে শুন বাবা মাজেরা তাহার।
আবে পয়দা হইল আবি মাছ আদি আর ॥
পয়দা হইয়াছে বাদে যত পরেন্দারা* ।
আগুনে হইল পয়দা দেও পরী সারা॥
মাটিতে হইল পয়দা জীব জন্তুগণ।
আঠার হাজার আলম করিল সৃজন ॥
এই চারি চিজে জানো আলম আল্লার।
পয়দা করিল জানো পাক পরওয়ার ॥

প্রশ্ন। মুরিদ বলেন গুরু জিজ্ঞাসি তোমায়।
চারি কমলের ভেদ কহিবে আমায় ॥
উশ্বাস নিশ্বাস উঠে কোন কমলেতে।
হংশ বাস করে কোন কমল বিচেতে?
কোন কমলেতে চেয়ে আছে মনুরায়* ।
একে একে বল শুনি তাহার বিষয়॥
উত্তর : মোর্শেদ বলেন বাবা শুন এক দেলে।
উশ্বাস নিশ্বাস উঠে নাছুত কমলে ॥
হংশ বাস করে জানো কমল মলকুতে।
মনুরা চাহিয়া আছে মন্দির জবরুতে ॥
লাহুত কমলে ঢেউ উঠে অনিবার।
সে ঢেউ হইলে বন্ধ মরণ বান্দার ॥

প্রশ্ন : মুরিদ কহেন গুরু আরজ খেদমতে।
আদমের জন্ম হইল কেমন রূপেতে ॥

উত্তর : গুরু বলে শুন বাছা তার পরিচয় ।
ঋতু হৈলে ফুল জানো মনি বিচি হয় ॥
নারী ও পুরুষে জবে হয় সে মিলন ।
সন্তান তাহাতে জন্ম কুদরতি গড়ন॥

প্রশ্ন । মুরিদ কহেন বল পীর দয়াময় ।
চারি কলেমার কহ মোকাম কোথায় ॥
উত্তর । তৈয়ব কলেমা আছে মোকাম নাছুতে ।
শাহাদাত কলেমা আছে মোকাম মলকুতে ॥
কলেমা তৌহিদ আছে মোকাম জবরুতে ।
কলেমা তমজিদ আছে মোকাম লাহুতে ॥

প্রশ্ন । মুরিদ আরজ করে দু হাত জুড়িয়া ।
কোথা থাকে মনুরায় বল বুঝাইয়া॥
কোথা হইতে বলে মনু কোথায় মোকাম ।
কুণ্ডা কোথা হইতে উঠে বল সে কালাম ॥
উত্তর ।: মনু জবরুতে বলে বাস লাহুতেতে ।
ধুয়া উঠে দেল হৈতে শুন সকলেতে ॥

প্রশ্ন । মুরিদ কহেন পীর বুঝাইয়া বল ।
ফুল কে হইল গুরু বিচি কে হইল ॥
বুনেওয়ালা* কে হইল গাছ কেবা তার ।
কোনজন জন্ম বল লইল তাহার ॥
ফুল জবে নাহি ছিল বাস কোথায় ছিল ।
গাছ জবে নাহি ছিল ফল কোথা ছিল ॥
দরিয়া না ছিল জবে কোথা ছিল পানি ।
খোলাসা বয়ান পীর বলেন আপনি ॥
মাতা পিতা নাহি ছিল কোথা ছিল নাম ।
পৃথিবী না ছিল জবে কোথা ছিল গ্রাম ॥
গরু জবে নাহি ছিল দুধ কোথা ছিল ।
দেহ নাহি ছিল শব্দ কোথায় আছিল ॥
আসমান না ছিল জবে চান্দ কোথা ছিল ।
এসব আহওয়াল গুরু বুঝাইয়া বল ॥
উত্তর ।: ফুল জবে না ছিল গন্ধ আছিল বিচিতে ।
নদী না ছিল জবে পানি ছিল সে মুক্তাতে ॥
গাছ জবে না ছিল ফল কে যে তার ।

গায়েবেতে রেখে ছিল আপে* করতার ॥
সংসার না ছিল জবে বেনাম ওজিফাতে ।
ধেয়ান করিয়া বাবা বুঝহে দেলেতে ॥
গরু জবে নাহি ছিল দুর্ব্বায় দুধ ছিল ।
দেহ নাহি ছিল শব্দ শুন্যেতে আছিল ॥

প্রশ্ন : আর এক আরজ পীর কদমে তোমার ।
পক্ষী কে হইল গুরু পিঞ্জিরা কে তার ॥
দ্বার কে হইল তার জিঞ্জির* কে হইল ।
এহার বেওরা* পীর বুঝাইয়া বল ॥
উত্তর : পবন হইল পক্ষী এ দেহ পিঞ্জিরা* ।
নাক সে দুয়ার জানো পিঠের হাড় পিঞ্জিরা॥

প্রশ্ন : আর এক ছওয়াল গুরু জনাবে তোমার ।
কে হইল ধন গুরু কহ সমাচার ॥
ঘর কে হইল বল সাধু কে হইল ।
চোর কে হইল পীর বুঝাইয়া বল ॥
উত্তর : ধন সে ইমান জানো দেহ খানি ঘর ।
জান সে হইল সাধু সয়তান সে চোর ॥

বেহেস্ত ও দোজখের বয়ান।

প্রশ্ন। মুরিদ বলেন পীর পাইলাম জ্ঞান।
বেহেস্ত ও দোজখের এবে করনা বয়ান ॥
কয় বেহেস্ত কয় দোজখ বলিবে আপনি।
বেহেস্ত দোজখের কয় দ্বার বল তাহা শুনি ॥
উত্তর। মোর্শেদ বলেন বাবা শুন বলি এবে।
আট বেহেস্ত সাত দোজখ একিন জানিবে ॥
একটি কপাট তাতে অষ্টম দুয়ার।
ধেয়ান রাখিবে বাবা শুন সমাচার ॥
নাছুত মলকুত আর জবরুত লাহুত।
এই লিয়া* আট বেহেস্ত কেতাবে সাবুত ॥
ভুড়ি পেট আসকল্লি* নাভি জল দ্বার।
মল দ্বার সহ তাতে দোজখ প্রচার ॥

প্রশ্ন। মুরিদ বলেন পীর আরজ কদমে।
ধারা চন্দ্রের কথা যাহা বলিবে অধমে ॥
উত্তর। ধারা চন্দ্রে কথা এবে বলি যে তোমায়।
বুঝে লেহ* ভেদ বলি চন্দ্রের বিষয়॥
শুক্রে ধারা চন্দ্র বুধে বাঞে* তরফেতে।
শনি রবি বৃহস্পতি ঠাই ডাহিনেতে ॥
খোলাসা করিয়া কহি ধারার বচন।
ধারা চন্দ্র বলে কাকে শুন দিয়া মন ॥
রাত অবশেষে ধারা বড় ধারে বয়।
সে দিন যাত্রা নাস্তি জানিবে নিশ্চয় ॥
ফোটা ফোটা পড়ে যদি সে ধার বহিতে।
মোটা কোন চিজ বাবা খাবে সে দিনেতে ॥
যদি পড়ে আসে পাসে* সে ধারা বহিতে।
একিন জানিবে সে দিন যাবে বিদেশেতে ॥
ধারা যদি দুরে হৈতে আসিবে কাছেতে।
কটুম্ব সে দিন জান আসিবে ঘরেতে ॥
এক ধারা হৈতে যদি দু ধারা বহিবে।
নিশ্চয় সেদিন বাবা কান্দিতে হইবে ॥
আগে পাছে মোটা যদি মধ্যে ক্ষীন হবে।
সেদিন নারী ভাবে ভিন* একিন জানিবে ॥

হুহু শব্দ বহে ধারা উলিপাত* নাই ।
সে দিন জানিবে বাছা ঘরে ভাত নাই ॥
ধারা বহিতে যদি বহে ফেন ধারা ।
সেদিন বরসিবে* পানি কহিনু মাজেরা ॥
আগুণ মত সুর ধারা বহিবে যখন ।
সেই দিন ঘর জান হইবে দাহন ॥
আগা মোটা বহে ধারা মধ্যে ছিড় নায় ।
পিরীতি ভাণ্ডার সে দিন ভাঙ্গিবে নিশ্চয় ॥
সোর করি বহে ধারা পাতাল ছেদিয়া ।
সে দিন ঘরেতে চোর ঘুসিবে* আসিয়া ॥
আছমান ছেদিয়া মুখ চুয়ে পড়ে ধারা ।
সন্তান সে দিন তার যাইবেক মারা ॥
মুখ মেলি যায় যদি ধারা সে বহিতে ।
মাতা কিম্বা পিতা মারা জাবে সে দিনেতে ॥
দুই পাঙ সার্দ্দে* যদি সে ধারা বহিতে ।
সে দিন যাইবে বান্দা হাকিমের হাতে ॥
মাকড়সার আসমত* যদি বহে ধারা ।
সে বান্দা ছয় মাস বাদে যাইবেক মারা ॥

আদমের ওজুদের মধ্যে চারি চিজের নেশানির*বয়ান।

প্রশ্ন। কোন চিজ আছে বল ওজুদের বিচে।
হজরত শিসের তনে* কি নেশানি আছে ॥
কোন চিজ আছে হাওয়া বিবির দেহেতে।
হুরের নেশানি কিবা বান্দার অঙ্গেতে ॥
উত্তর। মোর্শেদ বলেন শুন করি সে জাহির।
চিন্ন* আদমের বাবা অঙ্গনির* পীর ॥
শিসা তুল্য আখি দেখ নেশানি শিসের।
আখি ভিন্ন কোন অঙ্গ না আছে বেহতের ॥*
হাত পায়ের তালুয়াতে* হাওয়ায় নিশান।
হুরের নেশানি দন্ত শুন বাবাজান ॥

প্রশ্ন। মুরিদ কহেন পীর কহি আরবার।
আর এক ছওাল করি হুজুরে তোমার ॥
গাছ কে হইল বল আটা কে হইল।
ফুল কে হইল আর বোটা কেবা বল ॥
উত্তর। পীর বলে শুন বাবা মাজেরা* তাহার।
ওজুদ হইল গাছ লহু* আটা তার ॥
দুই আখি ফুল হৈল বোটা হৈল নাক।
মোর্শেদী কালাম এই না জানো খেলাফ* ॥

প্রশ্ন। আর এক ছওাল করি বুঝাইয়া বল।
উত্তর দক্ষিণ কেবা কিরূপে হইল ॥
পুর্ব্ব ও পশ্চিম কেবা আছমান জমিন।
পালাইতে রাহা* নাই কেবা রাত দিন ॥
উত্তর। জান দিয়া জন্মাইল রহিল মউতে।
মাছ জেন ধরা পড়ে জালের মধ্যেতে ॥

প্রশ্ন। মুরিদ কহেন পীর আরজ আমার।
মউতের ভেদাভেদ কহ এইবার ॥
উত্তর। মোর্শেদ বলেন বাবা শুন হাল তার।
মউতের আলামত* কহি এইবার ॥
মউতের এক সাল বাকি থাকে জার।
চক্ষের রৌশনী* জান কমে যায় তার ॥
মউতে এগার মাস বাকি থাকে যার।

মন পাখী উদাস হইয়া থাকে যে তাহার ॥
দশ দ্বার কমল বন্ধ দশঙা* মাসেতে।
ভোমরা না পিয়ে* মধু নওম* মাসেতে ॥
মন উদাস হয় বান্দার আট মাস থাকিতে।
কপাট খিল খোলে পড়ে সাতঙা* মাসেতে ॥
ছ-মাস থাকিতে বান্দার ঘুম নাহি হয়।
পাচ মাস থাকিতে চোর ঘরে সিঙ্গ* দেয় ॥
চারি মাস রৈতে বান্দার বে-সরম হয়।
তিন মাসে দেহের দরিয়া সুখাইয়া যায় ॥
বার বুরুজ* লড়ে যায় দু-মাস থাকিতে।
এক মাস থাকিতে চন্দ্র না থাকে ধরেতে* ॥
চক্ষের পুতলি* বদল হয় এক পক্ষ রহিতে।
মন চঞ্চল হয় সে বার দিন থাকিতে ॥
দশদিন থাকিতে বান্দার ঘটে পেরেসানি।
নয় দিনে নবদ্বার খোলে সে আপনি* ॥
আট দিন থাকিতে জান ঘোর নিশ্বাস বয়।
সাত দিন থাকিতে মন উদাসিনী হয় ॥

কেতাব সমাপ্ত।

শব্দার্থ

[বর্ণানুক্রমিক]

অঙ্গনি	—— অঙ্গহীন; কোনো মেয়ের অঙ্গহানি ঘটলে তাকে এই নামে ডাকা হয়।
আক্কেল	—— বুদ্ধি; কাণ্ড।
অনাছের	—— মানবের।
আওলাদ	—— সন্তানাদি।
আসহাব	—— সঙ্গীগণ।
আপে	—— উপরে; মূলে।
আসকল্লি	অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি।
আসমত	—— নিষ্পাপ (বাক্যে এই অর্থ যথাযথ মনে হয়নি)।
আসে পাসে	—— আশে পাশে।
আহওয়াল	—— অবস্থাদি; বৈশিষ্ট্যসমূহ।
আপনি	—— নিজে নিজে।
আব	—— পানি।
আবমণি	—— জলবীর্য।
আতশ	—— আগুন।
আলামত	—— নিদর্শন।
আএতল কুরছি	—— কোরানের তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি আয়াত।
উম্মরভর	—— জীবনভর।
উলিপাত	—— বিরাম।
উশ্বাস	—— নিশ্বাস।
একিন	—— বিশ্বাস।
একুনে	—— সর্বমোট।
এরাদা	—— ইচ্ছা।
এস্রাফিল	—— (ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী)দুনিয়া ধ্বংসের শিঙা বাজাবেন যে ফেরেশতা)।
এহা	—— ইহা।
ওজুদ	—— মূল; অস্তিত্ব ; দেহ।
কামাল	—— পরিপূর্ণ।
কুণ্ডা	—— ছোট নৌকা বিশেষ।
কেনায়াত	—— পরিচয়।
কেরামন কাতেবিন	—— পাপ-পুণ্যের হিসাবরক্ষক দুই কাঁধের ফিরিশতা।
কোদরত আজিম	—— অত্যন্ত শক্তিমান।
খলিফা	—— প্রতিনিধি।
খাক	—— মাটি।

খানওয়াদা —— গোষ্ঠী; পিরদেও পরম্পরা।
খেলাফ —— বিরোধিতা; ভিন্নমত।
খোলাসা —— স্পষ্ট; বিস্তারিত।
খোশবুই —— সুগন্ধ।
গেরে —— (ঝরে) পড়ে।
গোজারিলে —— পার হলে।
গুজারে —— পালন করে।
ঘুসিবে —— খুঁজবে (অনুমিত)।
চাহারাম —— চতুর্থ।
চিন্ন —— চিহ্ন।
চেরাগ —— বাতি।
চৌদা —— চৌদ্দ।
ছল্লাদার —— মন্ত্রণাদাতা।
ছয়লাব —— প্রবাহিত।
ছাবেত —— বর্ণিত।
ছে —— থেকে।
ছেফাত —— গুণ (এখানে গুণপূর্ণ সত্তা অর্থে ব্যবহৃত)।
ছেরের খুপরি —— মাথার খুলি।
ছীনা বছীনায় —— ছিনা থেকে ছিনায়।
জনাবে —— প্রতি।
জবে —— যবে; যখন।
জড় —— শিকড়।
জরদ —— হলুদ।
জনখদা —— অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি।
জহুর —— প্রকাশ।
জাত —— সত্তা।
জাবরুত —— হকিকত; সুফি সাধনার তৃতীয় স্তর।
জামাল —— সৌন্দর্য।
জাহের —— প্রকাশ্য।
জিঞ্জির —— শিকল
জিব —— জিভ।
জেসম —— শরীর।
জেশানা —— অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি।
টুই —— চূড়া; দোচালা ঘরের উপরের অংশ।
ডাহিন —— ডান।
তন —— শরীর; তনু।
তাহান —— তাঁর।
তাইন —— নির্ধারণ।
তায়েদাদ —— পরিসংখ্যান।
তালুয়া —— তালু।
তালকীন —— ধর্মোপদেশ; শিক্ষা; পথনির্দেশ।
তৌহিদ —— একত্ববাদ।

তেছরা —— তৃতীয়।
থুনি —— খুঁটি।
দরওয়াজা —— দরজা।
দশঙা —— দশম।
দিল নেওয়াজ —— অন্তর্যামী; মনের মালিক।
ধরেতে —— ধড়ে; দেহে।
ধুঙা —— অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি।
নওম —— নবম।
নাছুত —— শরিয়ত; সুফি সাধনার প্রথম স্তর।
নেহাল —— পেরেশান।
নেশানি —— পরিচয়; চিহ্ন।
পয়দায়েশ —— জন্ম।
পরেন্দা —— পাখি।
পাহচান —— পরিচয়।
পাঙ —— পা (অনুমিত)।
পাঞ্জরা —— পাঁজর।
পিঞ্জিরা —— পিঞ্জর
পিয়ে —— পান করে।
পুতুলি —— মণি।
পুছিলে —— জিজ্ঞাসা করলে।
পুসিদা —— গোপন।
ফন্দ —— ষড়যন্ত্র।
ফরজন্দ —— সন্তান।
ফহম —— বোধ।
ফাকাকসি —— উপবাস।
ফেফসা —— ফুসুফুস।
ফোতা —— ওড়না, ছোট শাড়ি বিশেষ (এখানে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি)।
বদবুই —— দুর্গন্ধ।
বক্সিবে —— পৌঁছাবে।
বরসিবে —— বর্ষিত হবে।
বাত —— কথা।
বাতাইনু —— বলেছিলাম।
বাতেন —— অপ্রকাশ্য; গোপন।
বাদ —— হাওয়া।
বাঞে —— বামে।
বুরুজ —— চূড়া; মিনার; রাশি।
বেনা —— ভিত্তি।
বেওরা —— ভিন্ন; পৃথক।
বেহেতের —— উত্তম।
বোজর্গ —— সম্মানিত; শ্রদ্ধেয়।
বুনেওয়ালা —— রোপনকারী।

ভিন —— পর।
ভেজে —— পাঠায়।
মনি —— বীর্য।
মহবুব —— প্রিয়; আরাধ্য।
মনুরায় —— মন।
মঞ্জিল —— স্থান, মাধ্যম; সুফি সাধনার চারটি মঞ্জিল হলো : শরিয়ত, তরিকত হকিকত ও মারিফত।
মাফিক —— অনুযায়ী।
মালাকুত —— তরিকত, সুফি সাধনার দ্বিতীয় স্তর, **অশরীর** অবস্থা।
মাহা —— মাস।
মুদ্দত —— সময়; কাল।
মাড়ল —— মাড়ইল।
মাজেরা —— তাৎপর্য।
মেরা —— আমার।
মাকাম —— জায়গা।
রৌশনী —— জ্যোতি।
রাহা —— পথ।
রাব্বানা —— আমাদের প্রতিপালক।
রুয়া —— মুলি।
রেজাতে —— সন্তুষ্টির মধ্যে।
রেয়াজ —— সন্তুষ্টি।
লহু —— রক্ত।
লাচার —— অক্ষম, নিরুপায়।
লাজেম —— অবশ্যকর্তব্য।
লাহুত —— মারফত; সুফি সাধনার চতুর্থ স্তর।
লিয়া —— নিয়া।
লেহ —— লহ; নাও।
লেয় —— নেয়।
শও —— শত।
মছহাফ —— পঙ্‌ক্তিসমূহ।
সাতঙা —— সপ্তম।
সাবুত —— (সাবিত-এর অপভ্রংশ) বর্ণিত।
সোমার —— হিসেব।
সাহার উর্দি —— সোহরাওয়ার্দি।
সিঙ্গ —— সিঁধ।
হামেসা —— হামেশা; সবসময়।
সিরি —— সিঁড়ির অপভ্রংশ।
সকল —— সমস্ত, অবয়ব।
সার্দ্দে —— অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি।
সিয়া —— কালো।
হদ —— সীমা।
হেকমত —— কৌশল।

—○—